পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়
রেড ক্রিসেন্ট বোরাক টাওয়ার (লেভেল-৮)
৩৭/৩/এ, ইস্কাটান গার্ডেন রোড
রমনা, ঢাকা-১০০০

নং পসব্য/প্রকা/হিসাব-৪৫/২০১৯-২০/১২৭৪ তারিখ ঃ ১১/১১/২০১৯খ্রি.

শাখা ব্যবস্থাপক
পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক
সকল শাখা

বিষয় ঃ পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক কর্মচারী কল্যাণ তহবিল নীতিমালা, ২০১৯

প্রিয় মহোদয়

উপরোক্ত বিষয়ের প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে।

০২। ব্যাংকের পরিচালনা বোর্ডের ২৯/১০/২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত ৪৫ তম সভায় পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক কর্মচারী কল্যাণ তহবিল নীতিমালা. ২০১৯ অনুমোদন করা হয়েছে যা এতদসঙ্গে আপনাদের পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো। উক্ত নীতিমালা মোতাবেক কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন হতে প্রতি মাসে ১০০/- (একশত) টাকা হিসেবে কর্তণ করে ১০৯০৩০০১ কোডে জমা করতে হবে।

অনুমোদনক্রমে

আপনার বিশ্বস্ত

১১/১১/১৯

(মোঃ ইসমাইল মিয়া)
সহকারী মহাব্যবস্থাপক

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলো ঃ

১) চেয়ারম্যান মহোদয়, পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক।
২) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক।
৩) উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক।
৪) জেলা (আঞ্চলিক) কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক/জেলা সমন্বয়কারী, আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্প (সকল)।
৫) সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী, পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক।
৬) নথি।

পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক

প্রধান কার্যালয়, ঢাকা

পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক কর্মচারী কল্যাণ তহবিল নীতিমালা, ২০১৯

ব্যাংকের কর্মচারী ও তাহাদের পরিবারের সদস্যদের কল্যাণের উদ্দেশ্যে নিম্নরূপ কল্যাণ তহবিল নীতিমালা প্রণয়ন করা হইল, যথা:-

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রবর্তন ও প্রয়োগ।- (১) এই নীতিমালা পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক কর্মচারী কল্যাণ তহবিল নীতিমালা, ২০১৯ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

(৩) এই নীতিমালা পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের সকল সার্বক্ষণিক কর্মচারীর জন্য প্রযোজ্য হইবে, তবে সরকার বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ হইতে প্রেষণে নিয়োজিত অথবা চুক্তি বা খন্ডকালীন ভিত্তিতে নিয়োজিত কর্মচারীগণের ক্ষেত্রে, এই নীতিমালার কোন কিছু প্রযোজ্য বলিয়া তাহাদের চাকুরীর শর্তে স্পষ্টভাবে উল্লিখিত না থাকিলে, ইহা প্রযোজ্য হইবে না।

২। সংজ্ঞা।- বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কিছু না থাকলে, এই নীতিমালায়-

(ক) '**কর্মচারী**' অর্থ ব্যাংকের চাকুরীতে নিয়োজিত সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী ইহার অন্তর্ভূক্ত হইবেন ;

(খ) '**কল্যাণ তহবিল**' অর্থ অনুচ্ছেদ ৩ এর অধীন গঠিত কর্মচারী কল্যাণ তহবিল;

(গ) '**পরিচালনা পর্ষদ**' অর্থ পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ;

(ঘ) '**পরিবার**' অর্থ-

(অ) চাঁদাদাতা পুরুষ হইলে, তাহার স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিগণ এবং তাহার মৃত পুত্রের বিধবা স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিগণ অথবা উক্ত স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিগণের অবর্তমানে উক্ত চাঁদাদাতার বৈধ উত্তরাধিকারীগণ:

তবে শর্ত থাকে যে, যদি কোন চাঁদাদাতা প্রমান করিতে পারেন যে, আদালতের আদেশ অনুসারে তিনি ও তাহার স্ত্রী প্রথাগত আইন অনুসারে ভরণপোষণ লাভের অধিকারী নহেন, তাহা হইলে উক্ত স্ত্রীকে পরিবারভুক্ত করিবার জন্য উক্ত চাঁদাদাতা কর্তৃক উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট লিখিতভাবে ইচ্ছা প্রকাশ না করা পর্যন্ত, উক্ত স্ত্রী, এই নীতিমালার উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, পরিবারভুক্ত বলিয়া গণ্য হইবেন না; এবং

(আ) চাঁদাদাতা মহিলা হইলে, তাহার স্বামী ও সন্তান-সন্ততিগণ এবং তাহার মৃত পুত্রের বিধবা স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিগণ অথবা উক্ত স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিগণের অবর্তমানে উক্ত চাঁদাদাতার বৈধ উত্তরাধিকারীগণ:

তবে শর্ত থাকে যে, কোন মহিলা চাঁদাদাতা তাহার স্বামীকে এই নীতিমালার কোন সুবিধা পাইবার বিষয়ে তাহার পরিবারভুক্ত না করিবার জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট লিখিতভাবে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া থাকিলে, উহার বিপরীতে ইচ্ছা প্রকাশ না করা পর্যন্ত, উক্ত স্বামী চাঁদাদাতার পরিবারভুক্ত বলিয়া গণ্য হইবেন না;

(ঙ) '**ব্যবস্থাপনা পরিচালক**' অর্থ পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক;

(চ) '**ব্যাংক**' অর্থ পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক আইন, ২০১৪ এর অধীন গঠিত পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক।

৩। কর্মচারী কল্যাণ তহবিল।- (১) 'কর্মচারী কল্যাণ তহবিল' নামে একটি তহবিল থাকিবে।

(২) নিম্নলিখিত উৎসসমূহ হইতে প্রাপ্ত অর্থ কর্মচারী কল্যাণ তহবিলে জমা হইবে, যথা:-

(ক) কর্মচারীদের প্রদত্ত মাসিক চাঁদা;
(খ) ব্যাংক ব্যবস্থাপনা কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;
(গ) সরকারের অনুমোদনক্রমে কোন বিদেশি সংস্থা বা কোন আন্তর্জাতিক সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;
(ঘ) কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;
(ঙ) তহবিলের অর্থ বিনিয়োগ হইতে প্রাপ্ত মুনাফা (সুদ);
(চ) সরকার কর্তৃক অনুমোদিত অন্য কোন উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ ;

(ছ) ব্যাংকের পরিত্যক্ত জিনিসপত্র (পুরাতন টায়ার, টিউব ও ব্যাটারী) পুরাতন কাঠ, কাঠের আসবাবপত্র, লোহা জাতীয় দ্রব্য ও অন্যান্য পরিত্যক্ত বস্তু বা কাগজপত্র হইতে বিক্রয়লব্ধ অর্থ।

৪। কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।- (১) কল্যাণ তহবিল পরিচালনার জন্য পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত একটি কল্যাণ বোর্ড থাকিবে।

(২) কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্য হইতে ৭ (সাত) জন্য প্রতিনিধি সম্বনয়ে বোর্ড গঠিত হইবে এবং পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদনক্রমে সময় সময় প্রতিনিধি এবং উহার সংখ্যা পরিবর্তন করা যাইবে।

(৩) তহবিল ব্যবস্থাপনা, হিসাব সংরক্ষন, তহবিল হইতে প্রদেয় সুবিধাদি প্রদান ও অন্যান্য সার্বিক কল্যাণ উক্ত বোর্ডের উপর ন্যস্ত থাকিবে।

(৪) তহবিল পরিচালনার জন্য '' কল্যাণ বোর্ড'' গঠিত না হওয়া পর্যন্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক তহবিল পরিচালনার সার্বিক তদারকীতে থাকিবেন। তহবিল পরিচালনায় ব্যবস্থাপনা পরিচালক ব্যাংকের উপযুক্ত এক বা একাধিক কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে দায়িত্ব দিতে পারিবেন।

৫। কর্মচারী কল্যাণ তহবিল হইতে অনুদান মঞ্জুর।- কল্যাণ বোর্ড তহবিলের সংস্থান সাপেক্ষে এই তহবিল হইতে অনুচ্ছেদ ৭ অনুযায়ী অনুদান মঞ্জুর করিতে পারিবে।

৬। কর্মচারীদের প্রদেয় চাঁদা।- মাসিক চাঁদা হিসেবে প্রত্যেক কর্মচারীর বেতন হইতে প্রতি মাসে ১০০ টাকা হারে কর্মচারী কল্যাণ তহবিলের জন্য চাঁদা কর্তন করিতে হইবে।

৭। কল্যাণ তহবিল হইতে কর্মচারীদেরকে প্রদেয় সুবিধাদি।- (১) ব্যাংকে কর্মরত কর্মচারীদের মেধাবী সন্তানদের মেধার বিকাশ ও পড়ালেখায় উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত মানদন্ডে প্রতিবছর বিশেষ শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা হইবে:-

ক্র: নং	পরীক্ষা	ফলাফল	টাকার পরিমাণ (এককালীন)
(১)	প্রাথমিক স্কুল সার্টিফিকেট/সমমান	জিপিএ ৫.০০	২০০০/-
(২)	জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট/সমমান	জিপিএ ৫.০০	৩০০০/-
(৩)	মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট/সমমান	জিপিএ ৫.০০	৪০০০/-
(৪)	উচ্চ মাধ্যমিক/ সমমান	জিপিএ ৫.০০	৫০০০/-

(২) কোন কর্মচারী চাকুরীরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করিলে, বা ক্ষেত্রমত, তাহার মনোনীত ব্যক্তিকে এই তহবিল হইতে এককালীন ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) টাকা অনুদান প্রদান করা যাইবে। মৃত্যুর সময় মনোনয়ন না থাকিলে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উপ-অনুচ্ছেদ ৮(৩) এ বর্ণিত উপায়ে এ অনুদান প্রদান করা হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, শিক্ষাবৃত্তি গ্রহণে এই সুবিধা প্রাপ্তিতে উহা অন্তরায় হইবে না।

(৩) কোন কর্মচারি জটিল রোগে আক্রান্ত হইলে উপযুক্ত চিকিৎসকের সুপারিশক্রমে চিকিৎসা ব্যয় নির্বাহের জন্য বা চিকিৎসা ব্যয় পুনর্ভরণের জন্য পূর্ণ চাকরি জীবনে সর্বমোট ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা অনুদান মঞ্জুর করা যাইবে।

(৪) কোন কর্মচারি চাকুরিরত অবস্থায় মারা গেলে মৃত ব্যক্তির লাশ পরিবহণ, কাফনদাফন বা সৎকার কাজ সম্পন্ন করিবার জন্য এককালীন ৩০,০০০/- (ত্রিশ হাজার) টাকা পর্যন্ত অনুদান মঞ্জুর করা যাইবে।

(৫) কোন কর্মচারিকে চাকুরি হইতে অবসর গ্রহণের সময় এককালীন ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা অনুদান মঞ্জুর করা যাইবে।

৮। শিক্ষাবৃত্তি ও অনুদান প্রদান পদ্ধতি।- (১) অনুচ্ছেদ ৭ এর আওতায় শিক্ষাবৃত্তি পাওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার ফল প্রকাশের অনধিক দুই মাসের মধ্যে কল্যাণ বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে ব্যবস্থাপনা পরিচালক বরাবরে কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে আবেদন করিতে হইবে।

(২) মৃত্যু অনুদানের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর মৃত্যুর অনধিক ০৬ (ছয়) মাসের মধ্যে উত্তরাধিকারী বা সুবিধাভোগীকে (সংশ্লিষ্ট কর্মচারী কিংবা মৃত কর্মচারীর ক্ষেত্রে তাহার মনোনীত ব্যক্তি) নির্ধারিত ফরমে ব্যবস্থাপনা পরিচালক বরাবর আবেদন করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, অনুরুপ আবেদন যুক্তিসঙ্গত কারণে যথাসময়ে করিতে সমর্থ না হইলে উক্ত দাবী অগ্রাহ্য হইবে না।

(৩) কর্মচারীর মৃত্যুর পর কল্যাণ তহবিলের সুবিধা পাওয়ার জন্য প্রত্যেক কর্মচারীকে চাকুরীরত অবস্থায় তাহার পরিবারের এক বা একাধিক সদস্যকে মনোনয়ন দান করিয়া ব্যবস্থাপনা পরিচালক বরাবর কল্যাণ বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত মনোনয়ন পত্র দাখিল করিতে হইবে। একাধিক ব্যক্তিকে মনোনয়ন প্রদানের ক্ষেত্রে অনুদান প্রাপ্তির অনুপাত সুনির্দিষ্টভাবে উক্ত মনোনয়ন পত্রে উল্লেখ করিতে হইবে।

(৪) উপ-অনুচ্ছেদ (৩) এর আওতায় মনোনয়ন পত্র দাখিল না করিবার ক্ষেত্রে পরিবারের একাধিক সদস্য রাখিয়া কোন কর্মচারী মৃত্যুবরণ করিলে অত্র তহবিলের অনুদানের অর্থ পরিবারের সকল সদস্যের দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত সদস্যকে প্রদান করা যাইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, এই ক্ষমতাপত্র মৃত কর্মচারীর সর্বশেষ অফিস প্রধান / কর্মচারীর স্থায়ী বাসস্থান এলাকার ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কিংবা পৌরসভা / সিটি কর্পোরেশনের ওয়ার্ড কাউন্সিলর কর্তৃক প্রতিস্বাক্ষরিত হইতে হইবে:

২২/১১/১৯

তবে আরো শর্ত থাকে যে, যদি এই ক্ষমতাপত্র কোন সদস্য দাখিল করিতে না পারেন তবে, উক্ত অনুদান মৃত কর্মচারীর সংশ্লিষ্ট অফিস প্রধান / নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তা (সর্বশেষ কর্মস্থল) কর্তৃক মনোনীত সদস্য/ সদস্যদেরকে প্রদান করা হইবে।

(৫) কোন কর্মচারী পরিবারের একজন সদস্য রাখিয়া মৃত্যুবরণ করিলে উক্ত সদস্যের আবেদনপত্র মৃত কর্মচারীর সর্বশেষ অফিস প্রধান / কর্মচারীর স্থায়ী বাসস্থান এলাকার ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কিংবা পৌরসভা/ সিটি কর্পোরেশনের ওয়ার্ড কাউন্সিলর কর্তৃক প্রতিস্বাক্ষরিত হইতে হইবে।

৯। প্রতিবেদন ও বাজেট।- প্রতি আর্থিক বছর শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে ঐ বছরের আর্থিক প্রতিবেদন এবং আগত আর্থিক বছরের বাজেট বিবরণী ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ বরাবর পেশ করিতে হইবে । বাজেট বিবরণী আগত আর্থিক বছরে কর্মচারী কল্যাণ তহবিলে ব্যাংকের কি পরিমাণ অনুদান প্রয়োজন হইবে তাহার উল্লেখ করিতে হইবে।

১০। কর্মচারী কল্যাণ তহবিলে ব্যাংকের অনুদান।- কল্যাণ তহবিলের সুবিধাদির ধারাবাহিকতা বজায় রাখিতে ব্যাংক কর্তৃক প্রতি বছর কল্যাণ তহবিলে বাস্তবভিত্তিক অনুদান প্রদান করা হইবে।

১১। কল্যাণ কার্যক্রমের সম্প্রসারণ।- তহবিলের পর্যাপ্ততা সাপেক্ষে এই নীতিমালার আওতায় বর্ণিত বিষয় ছাড়াও কর্মচারী কল্যাণ কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা যাইবে।

১২। ব্যাংক হিসাব।- কর্মচারী কল্যাণ তহবিলের অর্থ হিসাবের সুবিধার্থে একটি আলাদা ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে পরিচালিত হইবে। অধিক লাভজনক ও নিরাপদ বিবেচিত হইলে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক কর্মচারী কল্যাণ তহবিলের উদ্বৃত্ত অর্থ অন্য কোন বাণিজ্যিক ব্যাংকে মেয়াদী আমানত হিসাবেও রাখা যাইবে।

১৩। তহবিল সংরক্ষণ, বিনিয়োগ ও নিরীক্ষা ।- ব্যবস্থাপনা পরিচালক কর্তৃক মনোনীত ৩ জন সদস্যের যে কোন ২ জনের যৌথ স্বাক্ষরে ব্যাংক হিসাব পরিচালিত হইবে । তহবিলের উদ্বৃত্ত অর্থ লাভজনক ও নিরাপদ খাতে বিনিয়োগ অথবা কর্মচারীদের কল্যাণমূলক খাতে বিনিয়োগ করিতে হইবে। একজন চার্টার্ড একাউনট্যান্ট দ্বারা প্রতি বছর কল্যাণ তহবিলের হিসাবপত্র নীরিক্ষা করিতে হইবে। তহবিল নিরীক্ষার জন্য প্রতি অর্থ বছর শেষে ব্যবস্থাপনা পরিচালক বহিঃনিরীক্ষক নিয়োগের কার্যক্রম গ্রহণ করিবেন এবং নিরীক্ষিত প্রতিবেদন ব্যবস্থাপনা পরিচালক পরিচালনা পর্ষদে উপস্থাপন করিবেন।

১৪। নীতিমালার পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংশোধন।- পরিচালনা পর্ষদ, ব্যাংক ব্যবস্থাপনার সুপারিশক্রমে, এই নীতিমালা যুগোপোযোগী করিবার জন্য উহার পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংশোধন করিতে পারিবে।

পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদনক্রমে,

৭.১১.১৬

(আকবর হোসেন.)
ব্যবস্থাপনা পরিচালক

পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা

<u>এমপ্লয়ীজ বেনাভোলেন্ট ফান্ড হতে আর্থিক অনুদান মঞ্জুরী গ্রহণের জন্য মনোনয়ন ফর্ম</u>

আমি এতদ্বারা মঞ্জুরী গ্রহণের জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গকে মনোনীত করলাম ঃ

মনোনীত ব্যক্তি/ ব্যক্তিবর্গের নাম ও ঠিকানা	কর্মচারীর সঙ্গে সম্পর্ক	বয়স	প্রত্যেক মনোনীতের অংশ

কর্মচারীর স্বাক্ষর ঃ .
নামঃ
পদবী ঃ
অফিসের ঠিকানা ঃ .
স্থায়ী ঠিকানা ঃ
ভবিষ্য তহবিল সূচক নং.ঃ

স্বাক্ষীগণের স্বাক্ষর ঃ
১। স্বাক্ষর...
নাম ঃ..
পদবী/ ঠিকানা......................................

১। স্বাক্ষর..
নাম ঃ..
পদবী/ঠিকানা ঃ ....

নিয়ন্ত্রনকারী কর্মকর্তার স্বাক্ষর

পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক

প্রধান কার্যালয়, ঢাকা

চিকিৎসার জন্য এমপ্লয়ীজ বেনাভোলেন্ট ফান্ড হতে মঞ্জুরীর আবেদন পত্র

১) আবেদনকারীর নাম ঃ

২) পদবী ঃ

৩) ভবিষ্য তহবিল সুচক নং ঃ

৪) বর্তমান কর্মস্থল ঃ

৫) চাকুরীতে যোগদানের তারিখ ঃ

৬) জন্ম তারিখ ঃ

৭) চিকিৎসার বিবরণ ঃ

৮) যার চিকিৎসার করা হয়েছে তার নাম ঃ

৯) আবেদনকারীর সাথে তার সম্পর্ক ঃ

১০) চিকিৎসাজণিত যাবতীয় খরচের পরিমাণ ও বিবরণ ঃ

১১) ইতোপূর্বে এমপ্লয়ীজ বেনাভোলেন্ট ফান্ড হতে গৃহীত আর্থিক অনুদানের পরিমান ও তারিখ (যদি থাকে) ঃ

১২) আবেদনকৃত টাকার পরিমান ঃ

কর্মচারীর স্বাক্ষর ঃ

নাম ঃ...

পদবী ঃ...

অফিসের ঠিকানা ঃ...............................

নিয়ন্ত্রনকারী কর্মকর্তার স্বাক্ষর ....

পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক

প্রধান কার্যালয়, ঢাকা

মেধাবী ছাত্র/ছাত্রীর এককালীন শিক্ষা অনুদানের আবেদন পত্র

১) আবেদনকারীর নাম ঃ

২) জন্ম তারিখ ঃ

৩) পিতা/মাতার নাম

৪) পিতা/মাতার বর্তমান পদবী ও

ভবিষ্য তহবিল সূচক নং ঃ

৫) পিতা/মাতার বর্তমান কর্মস্থল ঃ

৬) যে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে ঃ

৭) পরীক্ষা পাশের বিবরণ ঃ

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম	বোর্ড/ বিশ্ববিদ্যালয়	পরীক্ষার নাম	সন	প্রাপ্ত গ্রেড/নম্বর

আবেদনকারীর পিতা/ মাতার স্বাক্ষর ঃ

আবেদনকারীর স্বাক্ষর ঃ

বিঃ দ্রঃ পরীক্ষা পাশের প্রমাণপত্র সংযুক্ত করতে হবে।

নিয়ন্ত্রনকারী কর্মকর্তার স্বাক্ষর..................